দপ্তিন ১৬১০৫৫ নভেম্বর ২১
প্রেরক নৌবাহিনী প্রধান
প্রাপক সকল জাহাজ/ঘাঁটিসমূহ
অবগতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (প্রশাসনিক কোম্পানি) নৌসদর দপ্তর সকল নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিএসএমআরএমইউ সিপিএ এমপিএ পিপিএ ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জ খুলনা শিপইয়ার্ড সিডিডিএল ডিজিএফআই ডিজিডিপি আইএসএসবি আইএসপিআর এনডিসি ডিএসসিএসসি এমআইএসটি কোস্ট গার্ড বাহিনী সদর দপ্তর বিএসসি বিআইডব্লিউটিএ জাতীয় সংসদ বিইউপি ডিইডব্লিউ এন্ড সিই(নৌ) জিই(নৌ) এসএফসি (নৌ)

আনক্লাস

সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। গৌরবময় এই দিনে আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকলস্তরের সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

স্বাধীনতা আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা দেশ মাতৃকাকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একাত্ম হয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করেছিল। যার ফলে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এবং বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। আজকের বিশেষ এই দিনে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীদদের, যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী এবং যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ ও ভিশন ২০৪১ এর আওতায় ইতোমধ্যে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিনসহ আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোগ হতে যাচ্ছে এলসিটি, হাইড্রোগ্রাফিক ভেসেল, এলপিসি, প্যাট্রোল ক্রাফট এবং হোভার ক্রাফটসহ অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম। তাছাড়াও নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিপইয়ার্ড এবং ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বের যুদ্ধজাহাজ তৈরি হচ্ছে, যা বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ক্রেতা নৌবাহিনী হতে উৎপাদক নৌবাহিনীতে পরিণত করেছে।

আমাদের প্রাণপ্রিয় নৌবাহিনীর সদস্যরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে বুকে লালন করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং চলমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নৌবাহিনী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় নৌসদস্যগণ এবং তাদের পরিবার ভ্যাক্সিন গ্রহণসহ সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল কার্যক্রম ও স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে চলেছে। আমি আশাকরি, ভয়ানক এই সংক্রামক রোগ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আপনারা পরিবারবর্গসহ সবাই সর্বাধিক সচেতন থাকবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ সরকার নির্দেশিত যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে অচিরেই এই মহামারি করোনা থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্তি পাবো ইনশাআল্লাহ। জাতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল সদস্যগণ তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে- 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২১' এর শুভলগ্নে- এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহতীক্ষণে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাতের পাশাপাশি যুদ্ধাহত এবং জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সেই সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমীন।

// ১৬১০৫৫ নভেম্বর ২১